দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 MAY 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বাকৃবির গবেষণাগারের বেহাল অবস্থা

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টটি পড়িলে গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করার এবং মূল্যবান যন্ত্রপাতি দেখা-শোনা করার জন্য কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি থাকবে তাহা হইলে কৃষি বিষয়ক গবেষণার যন্ত্রপাতি এমনভাবে নষ্ট হয় কি করিয়া? কিভাবেইবা সম্ভব হয় এমন অযত্ন-অবহেলায় ফেলিয়া রাখা?

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব বিষয়ে গবেষণা করা হয় তাহার মধ্যে ফসল ও মাছের নূতন জাত উদ্ভাবন, পশু পালন ও চিকিৎসা, সয়েল টেষ্ট, গাছের রোগ নির্ণয়, নূতন চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং যুগোপযোগী পদ্ধতি আবিষ্কার প্রভৃতি অন্যতম। প্রত্যেকটি বিষয়ই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। এইসব বিষয়ে গবেষণা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। যেসব যন্ত্রপাতি না হইলে গবেষণা চালান যায় না তাহার মধ্যে গ্রোথ চেম্বার, ওভেন ড্রাই, কম্বাইণ্ড হারভেস্টার, নিউট্রন কেটইণ্ডন, পাওয়ার টিলার, স্বয়ংক্রিয় ইন-হেলথ এনেস্তেটিক, মিল্ক ড্রায়ার ও রাইস ড্রায়ার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। গ্রোথ চেম্বার মেশিন ছাড়া সয়েল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে অনেক গবেষণার কাজ করা যায় না। সয়েল টেস্ট করিলেই কেবল বোঝা যায় মাটি কি ধরনের কাজ বা ফসলের জন্য উপযোগী। ঠিক তেমনি নূতন চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, অধিক ফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদন এবং প্রবর্তনের পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করার জন্য আবশ্যক কম্বাইন্ড হারভেস্টার, নিউট্রন কেটাইণ্ডন ও পাওয়ার টিলার জাতীয় যন্ত্রপাতি। অন্যদিকে স্বয়ংক্রিয় ইন-হেলথ এনেস্তেটিক ছাড়া ভেটেরিনারী অনুষদের গবেষণার কাজ চলিতে পারে না। বস্তুতঃ গবেষণামূলক কাজের জন্য প্রতিটি মেশিনেরই কোন না কোন প্রয়োজন রহিয়াছে।

বাকৃবি বা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে এইসব যন্ত্রপাতির প্রায় সব কয়টিই কম-বেশী আছে। কিন্তু হইলে হইবে কি? 'কালিদাস শুধু নামেই আছে'- বাস্তবে ইহার অধিকাংশ নাই বলিলেই চলে। কোনটি অতি পুরাতন হওয়ায় কাজের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। আবার কোনটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে অযত্ন ও অবহেলায়। বেশ কিছু মূল্যবান গবেষণার যন্ত্র পড়িয়া আছে বারান্দায়। শুধু তাহাই নয়, গবেষণার স্লাইডে প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার জন্য আধুনিক মাইক্রোস্কোপ প্রয়োজন। কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত মাইক্রোস্কোপগুলি একদিকে বহু বৎসরের পুরাতন; অন্যদিকে জীবাণু জর্জরিত। ফলে এইসব মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে স্লাইডে যথাযথ ফলাফল পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি-নির্ভর। যে বৎসর ফলন ভাল হয় সে বৎসর কিছুটা স্বস্তিতে দিন কাটে। ব্যতিক্রমে ঘটে বিপত্তি। অন্যদিকে দেশে পশু সম্পদ, মাছ এবং গাছপালা ইত্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় কম। কখনও কখনও পশুর মড়ক দেখা দেয়। একই ঘটনা ঘটে গাছপালার ক্ষেত্রেও। মড়ক নিরোধক প্রতিষেধক ও পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য প্রয়োজন নিরন্তর গবেষণা। কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যদি মরিচা ধরিয়া বা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে গবেষণা চলিবে কিভাবে? কিভাবেইবা উদ্ভাবিত হইবে পদ্ধতি ও প্রতিকার? ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষাইবা কি করিয়া সম্ভব? কৃষি-নির্ভর একটি দেশের জন্য কি ইহা সুফলদায়ক হইতে পারে? এই প্রশ্নে হ্যাঁ বলার কোন সুযোগ নাই। আর নাই বলিয়াই কালের ধুলিতে অকেজো হইয়া পড়া মেশিনপত্রের স্থলে আধুনিক গবেষণা যন্ত্রের সংস্থাপন করা জরুরী। এই প্রসঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কেও একটি কথা না বলিয়া পারা যায় না। দেশটি অঢেল সম্পদে-প্রাচুর্যে ভরা কোন দেশ নয়। পিঠ ঢাকিতে বুক উদাম হওয়ার অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে অযত্ন ও অবহেলায় কোন কিছু নষ্ট হইতে দেওয়া কেবল অবিবেচনাপ্রসূত নয়- এক ধরনের পাপ। আমরা মনে করি, বাকৃবির গবেষণাগারের দৈন্য দূর করা আবশ্যক। সেইসঙ্গে অবহেলাজনিত কারণে কোন কিছু যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় তাহার প্রতিও কড়া দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ■